সংবাদ

তারিখ 3 1 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে '৭২-এর সংবিধান ভিত্তিক শিক্ষানীতি

মনিরুজ্জামান

প্রশ্নপত্র ফাঁস-এর কাহিনীতে নতুন সংযোজন–'প্রথম শ্রেণীর প্রশ্নপত্র ফাঁস'। এর সমাধান কি হতে পারে? ভাবুন, হতে পারে পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্রগুলো মা-বাবার হাতে দিয়ে পরের দিন খুব সুন্দর হস্তাক্ষরে উত্তরপত্র জমা দেয়ার নিয়ম চালু করা। মা-বাবারাই লিখবেন। এতে ভুল থাকবে না, তাই মা-বাবার দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই। আর সুন্দর হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতার জন্য বাণিজ্য-বাজারে নতুন একটি সংযোজন হবে– 'সুন্দর হস্তাক্ষর কোচিং সেন্টার'। এভাবে সব শ্রেণীর পরীক্ষাই নেয়া যেতে পারে। এতে পরীক্ষা বাবদ খরচ শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। পরীক্ষা হলের যাবতীয় খরচ, শিক্ষকের ইনভিজিলেশন বাবদ খরচ, আমলাদের গাড়ির তেল খরচ, তাদের হাত খরচ ইত্যাদি। শিক্ষাব্যয়, বাজেটের ১৫ শতাংশ থেকে আরও নামিয়ে আনা যাবে। ব্যাস, প্রশ্নপত্র আর ফাঁস হবে না। সমস্যার সমাধানে পাঠক নিশ্চয়ই দ্বিমত করবেন না। কিন্তু তার পরও কথা থাকে। আমরা তো একটি মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিজয় এনেছিলাম। তাই শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত জানাতে পারছি না। স্বভাবতই মন্ত্রীমহোদয়কে বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করছি– 'কিছু শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে' এ কথা বলে প্রতিদিন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিয়ে কি ভাবে মেধা-বৃত্তি দেয়া যায়? যদি আমরা একটু বিবেকবান হই? যেহেতু এর সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য জড়িত– তাই পিইসি পরীক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যের চিন্তা বাদ দিয়ে আগের সিস্টেমে চলে যাওয়া সহজ হচ্ছে না। ২০১০ শিক্ষানীতিতে 'প্রাথমিক সমাপনী' পরীক্ষা নেই। অথচ শুধু প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার কারণেই তা চলছে। প্রশ্ন হতে পারে– এ অশুভ তৎপরতা তাহলে বন্ধ হবে কিভাবে? বলা যায় সমস্ত সমাজ দেহে যখন শুধু ঘা নয়, পচন ধরেছে তখন শিক্ষামন্ত্রীর মতো শুধু শিক্ষকদের দোষ দিয়ে প্রশ্ন-ফাঁস বন্ধ করা যাবে না।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার পরদিন ২ নভেম্বর দৈনিক *সংবাদ* দুই কলাম জুড়ে প্রথম শিরোনাম করেছিল– 'সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি–৯ বছরে লক্ষাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেলেও ফলাফল শূন্য। * ৪৭ শতাংশ শিক্ষক এ পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ। * প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন আমলা ও শিক্ষা কর্মকর্তারা।' ফল স্বরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না– এটাই স্বাভাবিক। প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে আমলা ও শিক্ষা কর্মকর্তারা তো শ্রেণীকক্ষে যান না– তাহলে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হবে কি ভাবে? তাই একই দিনের দৈনিক সংবাদ-এর আর একটি শিরোনাম : 'জেএসসি পরীক্ষা– প্রথম দিনে অনুপস্থিত ৬০ হাজার ৮৯৩ জন; বহিষ্কার ১৫'। প্রশ্ন আসে– এই পদ্ধতির এবং এই পরীক্ষার প্রয়োজন কি– যে পরীক্ষার ভয়ে ৬০ হাজার শিক্ষার্থী ভীত হয়ে তাদের স্বল্প-শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়? যদিও এই প্রশ্নের যৌক্তিকতা আগেই মিলেছিল ৩১ অক্টোবর দৈনিক *সমকাল*-এর রিপোর্টে। শিরোনাম ছিল- 'সৃজনশীল আটশ' কোটি টাকা পানিতে।' বলা হয়েছে; 'দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন-পদ্ধতি চালুর জন্য ৮০০ কোটি টাকাই পানিতে গেছে। চালুর আট বছর পরও পদ্ধতিটা নিয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকদের মাঝেও এক ধরনের ভীতি কাজ করছে। লাখ লাখ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার আগেই বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় এ-পদ্ধতি চালু করা হয়। পিইসিই, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির বিভিন্ন বিষয়ে এ পদ্ধতি চালু হলেও শিক্ষকদের বিষয়-ভিত্তিক নামমাত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।' এরপর আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তবে প্রশ্ন আছে। অন্তত ৯০% শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আগেই কেন এই পদ্ধতিটি চালু হলো?

কারণ ঐ একটাই– বিদেশিদের সন্তুষ্ট করা, তাদের লাভ ধরিয়ে দেয়া এবং নিজেদের লাভ খুঁটিয়ে নেয়া। এক প্রকল্পের টাকা শেষ না হতেই আরেক প্রকল্প শুরু করা। (চলবে)